গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা) ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫১৩৩০৫, ই-মেইলঃ info@dos.gov.bd
ওয়েব-সাইটঃ www.dos.gov.bd

নথি নং ১৮.১৭.০০০০.০০৩.৯৯.০০২.১৯/নোটিশ/ তারিখঃ ২৫/১০/২০২০খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২৫/১০/২০২০খ্রিঃ তারিখে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সভাকক্ষ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "সমুদ্রগামী এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজে অফিসার / নাবিকদের চাকুরীর উর্ধ্ব বয়সসীমা পুনঃনির্ধারন বিষয়ক সভার কার্যবিবরনীঃ

সভাপতিঃ ক্যাপ্টেন কে. এম. জসীমউদ্দীন সরকার, চীফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌ পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার স্থানঃ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সভাকক্ষ, ঢাকা।
সভার তারিখঃ ২৫ অক্টোবর ২০২০খ্রিঃ
সভার সময়ঃ ১৪.৩০ ঘটিকা।
উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট "ক"

সভায় নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর এ জেড এম জালাল উদ্দিন (সি), পিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি, বিএন সভাপতিত্ব করার কথা থাকলেও তিনি কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় অত্র অধিদপ্তরের চীফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, ক্যাপ্টেন কে. এম. জসীমউদ্দীন সরকার সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সভায় স্বশরীরে এবং Zoom Link-এ উপস্থিত সকল সদস্যদের সাথে পরিচিতি ও কুশল বিনিময়ের পর সভাপতি সভার বিষয় সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন এবং সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, যেহেতু মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে সেহেতু শারীরিক কর্মক্ষমতা ও মেডিক্যাল ফিটনেস, ই.সি.জি ইত্যাদিতে রিপোর্ট ভালো পাওয়া গেলে সমুদ্রগামী জাহাজে কেস-টু-কেস বিবেচনা করা যেতে পারে। আমাদের দেশের নাবিকরা বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ এবং বিশ্বের বিভিন্ন পতাকাবাহী জাহাজে চাকুরী করছেন এবং দেশের জন্য বৈদেশীক মুদ্রা অর্জন করছেন। সভাপতি মহোদয় নাবিকদের বয়স বৃদ্ধির বিষয়টি সময়ের প্রেক্ষাপটে বিদেশী ও দেশী জাহাজের শ্রেনী বিন্যাস করে বয়স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যেতে পারে বলে জানান। তিনি সবার কাছ থেকে যৌক্তিক ও যুগোপযোগী পরামর্শ চান।

প্রথমে বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স এসোসিয়েশন এর সহঃ সাধারন সম্পাদক জনাব মোঃ গোলাম জিলানী বলেন, অফিসার / নাবিকগন পোর্ট হেলথ এর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ন হলে বয়স বৃদ্ধি করে চাকুরীর সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন পতাকাবাহী জাহাজে ৭০/৭২ বছর বয়সী সিফেয়ারারগন চাকুরী করেন তা ছাড়া বেশী বয়সীদের চাকুরীতে আইনের কোন বত্যয় হবেনা।

বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন এর সাধারন সম্পাদক জনাব চৌধুরী আশিকুল আলম বলেন, তিনি উক্ত বিষয়ে এক মত তবে অফিসার এবং নাবিক / রেটিং দের জন্য বয়স বৃদ্ধির বিষয়টি একই সমান রাখা উচিৎ বলে মনে করেন। তিনি মূলতঃ অভ্যন্তরীন নৌযান মাষ্টার ও ড্রাইভারদের প্রতিনিধিত্ব করনে। সভায় তিনি বলেন ৬৫ বছরের উর্দ্ধে মহাপরিচালক মহোদয় বিশেষ বিবেচনায় বয়স বৃদ্ধি করতে পারেন। তিনি এই সংক্রান্ত কোন বিজ্ঞপ্তি বা সার্কুলার জারী না করার অনুরোধ করেন।

বাংলাদেশ সী-ফেয়ারার্স ইউনিয়ন এর সভাপতি জনাব সৈয়দ মোঃ আরিফ হোসেন বলেন, অফিসার / নাবিকদের পোর্ট হেলথ অনুযায়ী শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে তার অনুকূলে বয়স বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া উচিৎ বলে মত দেন এবং অফিসার এবং নাবিক / রেটিং দের জন্য বয়স বৃদ্ধির বিষয়টি একই সমান রাখা উচিৎ বলে মনে করেন। তিনি আরো বলেন শক্তি সামর্থ আছে এমন নাবিকদের ক্ষেত্রে ১/২ বার বয়স বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। আলোচনার সূত্র ধরে তিনি বলেন অনেক ম্যানিং এজেন্ট বা শিপিং কোম্পানীর কাছে পুরনো Oiler এবং AB দের চাহিদা বেশী। তাই বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানান।

নৌ-বানিজ্য দপ্তর এর ইঞ্জিনিয়র এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স এসোসিয়েশন এর কথাগুলো খুবই যুক্তিযুক্ত। তিনি আরো বলেন, ৫৮ এর উর্ধ্বে বয়সি নাবিকদের কাজ করার ক্ষেত্রে পোর্ট হেলথ যোগ্য ঘোষনা করলে তাদের সুযোগ দেওয়া উচিৎ।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর নটিক্যাল সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, ক্যাপ্টেন আবু সাঈদ মোঃ দেলোয়ার রহমান বলেন, শারীরিক পরীক্ষায় কোন সিফেয়ারারকে পোর্ট হেলথ বা নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর তালিকাভূক্ত ডাক্তার দ্বারা অযোগ্য ঘোষনা করেছে এমন খুব একটা দেখা যায়না। এজন্য বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা থাকা বাঞ্চনীয়।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর নটিক্যাল সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, ক্যাপ্টেন সাঈদ আহমেদ বলেন, জাহাজে চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়স বেশী থাকলে ক্রুদের কত ধরনের সমস্যা হয়। বয়স জনিত কারনে কাজে সঠিক ভাবে মননিবেশ করতে পারে না। কোন সমস্যায় পড়লে জুনিয়র বা অন্য জাহাজের পরিচিত কারো কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয়। এতে করে বয়স্ক লোকদের দ্বারা অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই জাহাজে ৬৫ বছর তদুর্ধ্ব নাবিকদের নিয়োগ করা হলে দেশের সার্বিক ক্ষতি হতে পারে।

সভায় শিপিং মাষ্টার, জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, বয়স বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাই বয়স বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু লিমিটেশন থাকা উচিৎ বলে তিনি মনে করেন।

সভায় নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর মূখ্য পরিদর্শক, মোঃ শফিকুর রহমান বলেন, পোর্ট হেলথ এর মাধ্যমে সবাই ফিট হয়ে আসে কিন্তু বয়স বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি লিমিটেশন থাকা উচিৎ। বয়স বৃদ্ধির লিমিটেশন না থাকলে তরুনদের চাকুরীতে প্রবেশ করাটা সমস্যার সৃষ্টি হবে।

সভায় নৌ-বানিজ্য দপ্তর এর প্রিন্সিপাল অফিসার, ক্যাপ্টেন মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ Zoom Link-এ উপস্থিত হয়ে বলেন, বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে বয়সের লিমিটেশন রাখার প্রয়োজন নেই।

সভায় নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর চীফ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, মোঃ মনজুরুল কবীর বলেন, সমুদ্রগামী এবং অভ্যন্তরীণ সকল ক্ষেত্রেই বয়সসীমা ৫৮ বছর আছে। দেশের সকল সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে দুই একটি পদ ছাড়া সকল জায়গাতেই বয়স ৫৯ বছর। আমাদের উচিৎ সবসময় নতুনদের সুযোগ করে দেওয়া। একটি ভুল নতুন কেহ করলে তাকে সহজেই ক্ষমা করা হয় কিন্তু একজন বয়সি লোক করলে তাকে সহজে ক্ষমা করা হয় না। আর জাহাজে একজন বয়সি লোক ভুল করলে বলবে একে কে জাহাজে পাঠিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভুলটা ঐ ব্যাক্তির উপর থাকবেনা সরাসরি চলে যায় সে কোন দেশের নাগরিক প্রভাবটা তখন দেশের উপর পড়ে। তখন সমস্যাটা লংটাইম সমস্যায় রূপ নেয় তখন তার কারনে আরো মানুষের চাকুরীতে সমস্যা হয়। তাই তিনি বয়স বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লিমিটেশন রাখার ব্যাপারে মত দেন।

সভায় নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর চীফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার ও সভার সভাপতি ক্যাপ্টেন কে. এম. জসীমউদ্দীন সরকার বলেন, বয়স বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সকলের জন্য একটি ব্যালেন্স ঠিক রাখতে হবে। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন শুধু বয়স্কদের বয়স বৃদ্ধি করে দিলে জব মার্কেট কখনো খালি হবে না। তখন নতুনদের জন্য জব ক্রাইসিস দেখা দিবে। বয়স বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা যাই করি না কেনো সব কিছুই আইনের ফ্রেমের ভিতর থেকেই করতে হবে। আমরা দেশী পতাকাবাহী ও বিদেশী পতাকাবাহীর জন্য আলাদা দুটি ভাগ করতে পারি। বিদেশী পতাকাবাহীরা ৫৮ বছরের পর ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে বিদেশী জাহাজে যোগদান করতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজনে আমরা এর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার আরো কিছু প্যারামিটার চাওয়া যেতে পারে এবং ৬৫/৬০ বছরের পরে মহাপরিচালক মহোদয়ের বিবেচনার মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি করা হবে।

বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১। বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে Merchant Shipping Minimum Safe Manning Orders, 1990 মোতাবেক জাহাজী কর্মকর্তা ও নাবিকগন সাধারনভাবে ৫৮ বছর এরপর ফিটনেস ও চক্ষু পরীক্ষায় উত্তীর্ন হওয়া সাপেক্ষে মহাপরিচালক কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর এবং নাবিকদের ক্ষেত্রে ৬০ বছর পর্যন্ত বিবেচনা করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর অনুমোদিত ফিটনেস প্রদানকারী ডাক্তার কর্তৃক স্বাক্ষরিত ই.টি.টি, ই.সি.জি, রক্ত এবং অন্যান্য ডাক্তারী পরীক্ষার মূল সনদ এবং পোর্ট হেলথ সনদ আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

২। বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫৮ বছর উত্তীর্ন হওয়ার পর ফিটনেস ও চক্ষু পরীক্ষায় উত্তীর্ন হওয়া সাপেক্ষে মহাপরিচালক কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে কর্মকর্তা ও নাবিকদের বয়সবৃদ্ধি বিবেচনা করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর অনুমোদিত ফিটনেস প্রদানকারী ডাক্তার কর্তৃক স্বাক্ষরিত ই.টি.টি, ই.সি.জি, রক্ত এবং অন্যান্য ডাক্তারী পরীক্ষার মূল সনদ এবং পোর্ট হেলথ সনদ আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৩। অভ্যন্তরীন জাহাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীন জাহাজ (সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা) বিধিমালা, ২০০১ মোতাবেক অভ্যন্তরীন জাহাজের মাষ্টার, ড্রাইভার ও নাবিকগন সাধারনভাবে ৫৮ বছর এরপর ফিটনেস ও চক্ষু পরীক্ষায় উত্তীর্ন হওয়া সাপেক্ষে মহাপরিচালক কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে মাষ্টার ও ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর এবং নাবিকদের ক্ষেত্রে ৬০ বছর পর্যন্ত বিবেচনা করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর অনুমোদিত ফিটনেস প্রদানকারী ডাক্তার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পোর্ট হেলথ সনদ অথবা সিভিল সার্জন কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা সনদ আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

কমডোর এ জেড এম জালাল উদ্দিন
(সি), পিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক

বিতরণঃ (জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

০১। চীফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা;
০২। চীফ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা;
০৩। প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ-বানিজ্য দপ্তর, সিজিও ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম;
০৪। কন্ট্রোলার অব মেরিটাইম এডুকেশন, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা;
০৫। পরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা;
০৬। ক্যাপ্টেন কাজী মুহাম্মদ আহসান, নটিক্যাল সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা;
০৭। ক্যাপ্টেন আবু সাঈদ মোঃ দেলোয়ার রহমান, নটিক্যাল সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা;
০৮। ক্যাপ্টেন সাঈদ আহমেদ, নটিক্যাল সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা;
০৯। মোহাম্মদ ওবায়েদ উল্লাহ ইবনে বশির, ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা;
১০। জনাব মোঃ আরাফাত হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা;
১১। শিপিং মাষ্টার, সরকারী শিপিং অফিস, সিজিও ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম;
১২। মুখ্য পরিদর্শক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা;
১৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ওশান গোয়িং শীপ ওনার্স এসোসিয়েশান, এইচআরসি ভবন, ৪৬ কাওরান বাজার, ঢাকা;
১৪। সভাপতি, বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স এসোসিয়েশন, রোড নং ১, ব্লক-জি, হালিশহর আ/এ, চট্টগ্রাম;
১৫। সভাপতি, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসি:, ১৫/৫,বিজয় নগর, আকরাম টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা, রুমঃ ১ ও ২), ঢাকা;
১৬। সভাপতি, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেমন ৩১-৩২, পি কে রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা;
১৭। সভাপতি, বাংলাদেশ সী-ফেয়ারার্স ইউনিয়ন, লাকী প্লাজা, ৫৩, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম;
১৮। পিএ টু মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।